বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে

সেলিনা আক্তার

দেশের নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায় রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশে বাংলাদেশে উত্তরণ ঘটবে। বিনির্মাণ হবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। বাস্তবায়িত হবে ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০। নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বের রোল মডেল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি সারা বিশ্বে আজ প্রশংসিত। ঘরে-বাইরে, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সর্বত্রই নারীর অংশগ্রহণ অনেকাংশে নিশ্চিত হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নারীরা দক্ষতা প্রমাণ করছেন, কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন, নেতৃত্বও দিচ্ছেন। নারীরা এখন রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন, পর্বত জয় করছেন, অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও। নারী-পুরুষের সমতা (জেন্ডার ইক্যুইটি) প্রতিষ্ঠায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবার শীর্ষে বাংলাদেশ।

সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিকভাবে দেশের নারীদের বেশ কয়েকটি তাক লাগানো সাফল্য সবার দৃষ্টি কেড়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে বাংলাদেশের নারী বিজ্ঞানী ড. ফিরদৌসি কাদরি ২২তম ল'রিয়েল-ইউনেস্কো ফর ওমেন ইন সায়েন্স অ্যাওয়ার্ড অর্জন। তিনি আইসিডিডিআর'বির মিউকোসাল ইমুনোলজি অ্যান্ড ভ্যাকসিনোলজি ইউনিট অব ইনফেকসিয়াস ডিজিসেস ডিভিশনের প্রধান। ফিরদৌসি উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের সংক্রামক রোগ সম্পর্কে গবেষণার জন্য এই সম্মাননা পেয়েছেন। তার এই অর্জনের জন্য প্যারিসে ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয়ে ১ লাখ ইউরো ও সনদ প্রদান করে পুরস্কৃত করা হয়। মাহজাবিন হক নামের আরেক বাংলাদেশি নারী যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসায় সফটওয়্যার প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন তিনি।এছাড়াও **যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যারোনাটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (নাসা) অর্থায়নে পড়ালেখার পাশাপাশি নাসার নিজস্ব ল্যাবে রিসার্সের সুযোগ পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশি শিক্ষার্থী আদিবা সাজেদ।**

তাছাড়া বাংলাদেশের মেয়েরা খেলাধুলায় বিগত কয়েক বছরে নিজেদের সাফল্য ধরে রেখেছে। আন্তর্জাতিকভাবে ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলায় তারা ভালো করছে। এর উদাহরণ ফাতেমা জাহারা। এই নারী খেলোয়াড় সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার লিজেন্ডারি নিউ সাউথ ওয়েলস ক্রিকেট একাডেমিতে বেশ কয়েক দিন কোচ হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন- যা দেশের নারীদের ক্রিকেট ইতিহাসকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। লন্ডনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজিনেস রিসার্স (সিইবিআর) প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি নিয়ে প্রক্ষেপণ করে, যা 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল' নামে পরিচিত। ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি মূল্য ২০৩৭ সালে বাংলাদেশের জিডিপির আকার হবে ১৬২৮ বিলিয়ন ডলার (দেড় ট্রিলিয়নের বেশি), অর্থাৎ বাংলাদেশ ২০২২ সালের ৩৪তম অবস্থান থেকে ১৪ ধাপ এগিয়ে ২০৩৭ সালে ২০তম বৃহত্তম অর্থনীতি হবে। এই সিইবিআরের মতে, বাংলাদেশ ২০৩২ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলারের (১০৮১ বিলিয়ন ডলার) অর্থনীতি হতে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন সূচক যেমন—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুমৃত্যুর হার, প্রত্যাশিত গড় আয়ুতে বাংলাদেশ প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ দারিদ্র্য দূরীকরণে যে সফলতা দেখিয়েছে, তা বিশ্বের খুব কম দেশের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

বিগত দশকে বাংলাদেশ নারীর জীবনমান উন্নয়নে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে। ২০০০ সালের পর থেকে মৃত্যুহার দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পাশাপাশি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনায় জোর দিয়েছে। এই নীতির ফলে গ্রামাঞ্চলে নারীদের বিনা মূল্যে জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রী প্রদান ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। এর ফলে নারীর জন্মহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে স্বাধীনতার সময়ে প্রায় ৭ থেকে ২০১৯-এ তা ২ দশমিক শূন্য ১-এ চলে এসেছে, যা উন্নত দেশের প্রতিস্থাপন হার ২ দশমিক ১-এর চেয়েও কম। পাশাপাশি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ১৯৭৬ সালের ৮ শতাংশ থেকে ২০১৯-এ তা ৬৩ শতাংশে চলে এসেছে।পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমানোর পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক সূচকে অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত পরিবারে অর্থনৈতিক কাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রেখেছে।

বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক ও বিনা মূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। প্রাথমিকের ক্ষেত্রে ভর্তির হার এখন ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশি।বাংলাদেশ সরকার উচ্চশিক্ষার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৭-২০৩১ অবলম্বন করেছে। ২০২২ সালে উচ্চশিক্ষায় (টারশিয়ারি) নারীদের ভর্তির হার ১৭ দশমিক ১৯ শতাংশ। উচ্চশিক্ষার (ডিগ্রি/মাস্টার্স/পোস্ট গ্র্যাজুয়েট/অন্যান্য) ক্ষেত্রে ছাত্রীদের ভাগ ৪৫ দশমিক শূন্য ৩ (২০২২) শতাংশ। মানবসম্পদ উন্নয়ন ও শিক্ষা খাতে অভূতপূর্ব পরিমাণমতো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রাথমিকে ছাত্রীসংখ্যা ১০৪-এর বিপরীতে ছাত্রসংখ্যা ১০০ এবং মাধ্যমিকে ১১৪ ছাত্রীসংখ্যার বিপরীতে ছাত্র ১০০। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষকের অনুপাত সরকারি ক্ষেত্রে ৬৪ দশমিক ৪১ শতাংশ এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে ৬৬ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। এখন বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নে নারী শিক্ষার প্রসার বড়ো ভূমিকা রেখেছে।

জাতির পিতা মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতনের শিকার নারীদের পুনর্বাসনের জন্য নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, যে দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী তাদের বাদ দিয়ে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা লাভের ৯ মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু জাতিকে উপহার দেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান, যে সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' ২৮(১) অনুচ্ছেদে রয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না' এবং ২৮(২) অনুচ্ছেদে আছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন।' সরকার গঠনের শুরু থেকেই নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে জাতির পিতার নির্দেশনা ছিল। দেশে রাজনীতি ও প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু সরকারই প্রথম উদ্যোগ নেয়। বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সাধারণ আসনে নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ রাখা হয়। এর পাশাপাশি উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে দুই নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাং

লাদেশের সংবিধানে সরকারি চাকরি ও কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়। সংবিধানে শুধু নারী-পুরুষের সমতাই নিশ্চিত করা হয়নি, বরং সরকারি চাকরিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অসম প্রতিযোগিতা ও প্রতিনিধিত্বের অবসান করা হয়। সরকারি চাকরিতে মেয়েদের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে সব ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করা হয়। জাতির পিতা ১৯৭২ সালে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান ও নিরাপদ আবাসনের জন্য 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড' গঠন করেন। এই বোর্ডের মাধ্যমেই স্বাধীন বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে নারীর অগ্রযাত্রা।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার দর্শন অনুসারে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের নতুন ধারা সূচিত করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত উদ্যোগের ফলে উচ্চশিক্ষাসহ সব ধরনের শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের শতভাগ অংশগ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা তৈরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সুরক্ষা ও নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে নারীর দারিদ্র্যমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার রোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ নারীর সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই প্রধান লক্ষ্য। নারীদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমবাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সরকারের দূরদর্শী নীতির ফলে দলভিত্তিক ও ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নারীদের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ অনুযায়ী নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার এখন ২০০৬ সালে ২৯ শতাংশ এবং ২০১৭ সালের জরিপের ৩৬ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে এখন ৪৩ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে।আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম উৎস তৈরি পোশাক খাতের যে চল্লিশ লাখের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে, তার ৮০ শতাংশের ওপর হলো নারী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব সময়ই নারীর ক্ষমতায়নে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরের নারী উন্নয়নের জন্য দুই লাখ ২৯ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল, যা মোট বাজেটের ৩৩.৮৪ শতাংশ এবং জিডিপির ৫.১৬ শতাংশ। এর আগের অর্থবছরের চেয়ে এই বরাদ্দ ৮৯৭ কোটি টাকা বেশি। প্রাসঙ্গিকভাবে বলে রাখা ভালো, ২০০৯-১০ অর্থবছরে নারী উন্নয়নে বরাদ্দ ছিল ২৭ হাজার ২৪৮ কোটি টাকা।শেখ হাসিনা ম্যাজিকেই গত এক যুগে বদলে গেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয়, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাসসহ বেশ কিছু সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি বিশ্বনেতৃত্বকে চমকে দিয়েছে।

বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়া। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য বেশ কিছু খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার। এর মধ্যে পোশাক খাতের বিশ্বব্যাপী বাজার সৃষ্টি করা, জাহাজ নির্মাণ, ওষুধ ও ওষুধের উপাদান, তথ্যপ্রযুক্তি, হালকা প্রকৌশল ও যানবাহন তৈরি, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষি ও কৃষিপণ্য আধুনিকীকরণসহ ৩২ খাতকে

অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার। পাশাপাশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে এই সরকার। নারী উন্নয়নে বাংলাদেশ রোল মডেল সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার নারী নেতৃত্বে সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৪ সালে 'পিস ট্রি', ২০১১ ও ২০১৩ সালে দুবার 'সাউথ সাউথ', ২০১৬ সালে 'প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন', ২০১৬ সালে 'এজেন্ট অব চেঞ্জ' ও ২০১৮ সালে 'গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

নারী ও শিশুর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিগুলো পুনর্গঠন করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন কঠোরভাবে দমন এবং প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০' সংশোধন করে ধর্ষণের অপরাধের জন্য 'যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড' শাস্তির পরিবর্তে 'মৃত্যুদণ্ড' প্রতিস্থাপন করে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০৪১ সালে বাল্যবিয়ে শূন্যে নামিয়ে আনার বিষয়ে ২০১৪ সালে লন্ডন গার্লস সামিটে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭' ও বাল্যবিয়ে নিরোধকল্পে 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০'-এর বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নারী ও শিশুর উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য সরকার গত ১০ বছরে যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮, শিশু আইন ২০১৩, মানব পাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ প্রণয়ন করা করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ গত কয়েক বছরে আর্থসামাজিক অগ্রগতি অর্জন করেছে। শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্ব, সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও প্রজ্ঞার ফসল নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতির জন্যই অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অভাবনীয় আর্থিক সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। তাই বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের নারীর সাফল্য আজ অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

#

পিআইডি ফিচার